**Bangla Language and Literature (BNG103)**

**Quiz**

**Name: Shihab Muhtasim**

**ID: 21301610**

**Section: 01**

**Faculty: Dr. Mahfuza Sultana Hilali**

**২) ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও অবদানের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।**

‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতাটি কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯ - ২০০৬) ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে একদিন তার গ্রামের বাড়িতে পুকুরের কিনারে গাছতলায় বসে গ্রামবাংলার প্রকৃতি উপভোগ করতে থাকার সময় রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী সাধারণ বাঙ্গালিরা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কবিতাতে কবি মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ ও অবদানের যে অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন তা নিচে বর্ণনা করা হলো।

‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতায় আমরা স্বাধীনতা পূর্বে বাংলার মানুষের করুণ অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাই। বাংলার মানুষকে যে কতবার অপদস্থ হতে হয়েছে এবং কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা অকল্পনীয়। কবি তুলে ধরেছেন নিরীহ বাঙ্গালির উপরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার এর কথা এবং তারই সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার মানুষের মুক্তির প্রত্যাশা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অনেক অত্যাচার সহ্যের পর এদেশের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব যা পরবর্তীতে এত শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাদের জীবনের মূল্যকে তাচ্ছিল্য করে দেশকে স্বাধীন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রূপে অংশগ্রহণ করেন। এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অসামান্য। তারা জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পরেছেন এবং তাদের পাশে ছিল এদেশের সাধারণ মানুষজন। বঙ্গবন্ধু তার ৭ই মার্চের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলে সমগ্র জাতি প্রতিশোধের ক্ষোভে যার যা কিছু আছে তা নিয়েই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে যুদ্ধে নেমে যায়।

আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো

সেই তেজী তরুণ যার পদভারে

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ’তে চলেছে-

নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও অনবদ্য। দেশমাতাকে মুক্ত করতে জীবন বাজি রেখে তারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন দানবের ন্যায় পাক হানাদার বাহিনীদের। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে জেলে, মাঝি, রিকশাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র-শিক্ষক,কর্মচারী- কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নির্বিশেষে সমাজের সকলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন নি তারাও নানাভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। যেমন- তাদের আশ্রয় দেওয়া, খাবার সংগ্রহ করা, খবর পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। এমন অনেক মধ্যবিত্ত গৃহিণীর সন্ধান পাওয়া যায় যারা এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর রাতে নিজেদের বাড়িতে ভাত খাওয়াতেন।

সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,

সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

পাক বাহিনীদের অত্যাচারের এক পর্যায়ে অনেক মহিলা দিনের পর দিন নির্মমভাবে ধর্ষিত হয়েছেন। ফলে তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। আবার অনেকের স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়ে যাওয়ায় তারা স্বামী-হারা হয়েছে গেছেন। সাকিনা বিবি ও হরিদাসীর উপমা দিয়ে কবি সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন কবিতায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সকল বীরাঙ্গনা নারীদের অবদান অনেক যাদের নিজের সবকিছু ত্যাগ করে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাদের এই আত্মত্যাগ দেশের মানুষদের সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলতেও অনেক অবদান রেখেছে।

তুমি আসবে ব’লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।

তুমি আসবে ব’লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার

ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।

পাকিস্তানিরা গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অত্যাচারের চরম সীমা অতিক্রম করে যত্রতত্র এদেশের মানুষদের গণহত্যা করেছে। তাদের এই অত্যাচার ছিল এতটাই নির্মম যে পশুপাখিও আর্তনাদ করেছে মানুষের সাথে। পাকিস্তানিরা যে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট সেটির পরিচয় দিয়েছে তারা। তাদের এই অত্যাচারে বীর-বাঙ্গালী দমে যায় নি বরং প্রতিশোধের ক্ষোভে আরও শক্তিশালী হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ শুধুমাত্র জনসাধারণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো জনগণের অসম্ভব ত্যাগ ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। যেমন- যুদ্ধের সময় দুঃসাহসী বাঙালি নাবিকদের নিয়ে সাঁতারু মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল যারা নৌপথে বহু প্রতিকূলতা পার করে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছেন, তা পৃথিবীর গেরিলা যুদ্ধগুলোর ইতিহাসে বিরল (প্রথমআলো)। এরকম অনেক জনসাধারণ অসংখ্য ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখেছেন।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে পূর্ববাংলার মানুষ বারবার নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়েছে এবং তাদের অসংখ্য বলিদান দিতে হয়েছে । এদেশের মানুষের সহ্য করা অত্যাচার বৃথা যায়নি বরং এটি পরবর্তীতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদের প্রেরণা জাগিয়েছে। কবি এই কবিতায় বাংলার সাধারণ মানুষের এত ত্যাগ স্বীকার করার ফলে সকলের মধ্যে যে স্বাধীনতার এতোটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদী জনবল সৃষ্টি হয়েছিল যেন তারা জীবন দিয়ে হলেও স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিয়ে আসবেই সেই চিত্র তুলে ফুটিয়ে তুলেছেন।